দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 JUL 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ইবিতে রাতব্যাপী ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ

অবশেষে সমঝোতা : শিবিরের আটককৃত ৬ জনকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত

ইবি সংবাদদাতা : গত রোববার রাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের মাঝে সংঘর্ষের ঘটনায় অবশেষে উভয় সংগঠনের মাঝে সমঝোতা হয়েছে। গতকাল বিকেল সাড়ে ৬টার দিকে ভিসির কার্যালয়ে ছাত্রলীগ এবং ছাত্রশিবিরের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভিসি অধ্যাপক ড. এম আলাউদ্দিনের সভাপতিতে এ সমঝোতা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রোভিসি অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. শাহজাহান আলী, হল প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভাপতি মাহবুবর রহমানসহ পৃঃ ৫ কঃ ৮

রাতব্যাপী ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

৬টি আবাসিক হলের আবাসিক শিক্ষকবৃন্দ। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় সংগঠনের শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ হলের স্ব স্ব সিটে অবস্থান করবে। এছাড়াও শিবিরের আটককৃত ৬ জনকে ছেড়ে দেয়া হবে।

এর আগে গত রোববার রাতে সাদ্দাম হোসেন হলে ছাত্রলীগের মিটিংকে কেন্দ্র করে শিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষ, গোলাগুলি ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হয়। মধ্যরাতে পুলিশ আবাসিক হলে তল্লাশি চালিয়ে বেশকিছু অস্ত্র উদ্ধার করে। চারটি হলের হাজার হাজার ছাত্র নির্ঘুম রাত কাটায়। সকালে ৬ শিবির নেতাকর্মীকে আটক করে পুলিশ। ক্যাম্পাসে প্রায় পাঁচ শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং ভয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা হল ছাড়তে শুরু করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত রোববার রাত সাড়ে ৯টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদ্দাম হোসেন হলের অভ্যর্থনা কক্ষে ছাত্রলীগের একটি মিটিং চলছিল। এ সময় শিবিরের কয়েকজন তাদের এই হলের আবাসিক ছাত্র বাদে বাকিদের হল থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। এ কথার সূত্র ধরে কথা কাটাকাটির সৃষ্টি হয়। কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে উভয় ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শিবির সাদ্দাম হল, জিয়াউর রহমান হল ও লালনশাহ হলের ভিতরে এবং ছাত্রলীগ হলের বাইরে অবস্থান নেয় এবং বঙ্গবন্ধু হলের ন্যাশনাল ব্লকে ছাত্রশিবির ও ইন্টারন্যাশনাল ব্লকে ছাত্রলীগ অবস্থান নেয়। পরে ছাত্রলীগ ন্যাশনাল ব্লকের গেটে তালা লাগিয়ে শিবিরকর্মীদের আটকে ফেলে। এ সময় আবাসিক হলগুলোতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে ছাত্রলীগের হাসান, আসান, মাহমুদ ও শিবিরের আতিক বিল্লাহ, আনিসুজ্জামানসহ উভয়পক্ষের ১৫ জন আহত হয়। উভয়পক্ষের ভিতর কমপক্ষে তিন রাউন্ডেরও বেশি গুলী বিনিময় হয়। এ সময় সাদ্দাম হোসেন হলের সামনের মাঠে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এ ঘটনায় চারটি আবাসিক হলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। হলের ভিতর থেকে শিবির 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার' আর ছাত্রলীগ 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান' দিতে থাকে। ঘটনা সূত্রপাতের পাঁচ ঘণ্টা পর প্রক্টর মাহবুবুল আরফিন ঘটনাস্থলে পুলিশ নিয়ে আসেন। এ সময় ছাত্রলীগের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে স্লোগান দেয়। রাত ১১টার দিকে ভিসি অধ্যাপক ড. এম আলাউদ্দিন, প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহজাহান আলী ও বিভিন্ন হলের প্রভোস্টরা ক্যাম্পাসে আসেন। রাত ১২টার দিকে ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, প্রক্টর ও হল প্রভোস্টদের নিয়ে মিটিংয়ে বসেন। ভিসি অধ্যাপক এম ড. এম আলাউদ্দিন বলেন, 'গুলী ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় আমরা নিশ্চিত হলাম যে এখানে অস্ত্রের আমদানী ঘটেছে। তাই সবার সিদ্ধান্তক্রমে হলে রেইড দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।' মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত ৩টার দিকে পুলিশ ও বিডিআর ছাত্রদের আবাসিক হলগুলো ঘিরে ফেলে। পরে প্রক্টর মাহবুবুল আরফিন, সহকারী প্রক্টর খন্দকার তৌহিদুল আনাম ও কুষ্টিয়া পুলিশের এএসপি (সার্কেল) কামরুল আহসানের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন পুলিশ ও আর্মড পুলিশ নিয়ে প্রথমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রতিটি কক্ষে তল্লাশি চালায়। এ সময় একটি চাইনিজ কুড়াল, দুটি বড় ছোরা উদ্ধার করে। এ হলের পাশ থেকে পুলিশ একটি পাইপগান উদ্ধার করে। এর পর ভোর পাঁচটার দিকে পুলিশ ও বিডিআর শহীদ জিয়াউর রহমান হল, সাদ্দাম হোসেন হল ও লালনশাহ হলে তল্লাশি চালায়। এ সময় শহীদ জিয়াউর রহমান হল থেকে একটি চাইনিজ কুড়াল দুটি বড় ছোরা উদ্ধার করে। তল্লাশি শেষে গতকাল সোমবার সকালে পুলিশ বঙ্গবন্ধু হল শাখা শিবির সভাপতি মোস্তাফিজ ও সেক্রেটারি জামি, জাকি, মহিউদ্দিন, আব্দুর রউফ ও শহীদ জিয়াউর রহমান হল শিবির নেতা নোমানকে আটক করে। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া সার্কেলের এএসপি সাহাব উদ্দিন সাংবাদিকদের বলেন, আটককৃতদের কাছ থেকে কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি। তবে তাদের সন্দেহ হওয়ায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

গতকাল সকালে কর্তৃপক্ষ পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে ক্যাম্পাসে মাইকিং করে। এসময় ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে দুই শিবিরকর্মীকে পিটিয়ে আহত করে। ছাত্রলীগের নেতা খসরু ও শিমুলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল দখল করে নেয়। শিবির অপর তিন হল সাদ্দাম, জিয়া ও লালনশাহ হলে অবস্থান নেয়।

রাজশাহীতে শিবির ও ছাত্রলীগের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া : আহত ১০

রাজশাহী অফিস জানায়, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত রোববার রাতে রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় সংগঠনের অন্তত ১০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছে। ক্যাম্পাসে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শহীদ মোনায়েম ছাত্রাবাসের সিট দখলকে কেন্দ্র করে গত রোববার রাত ১০টার দিকে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। কয়েকদিন থেকে এ ঘটনা নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত রোববার সকালে শিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে সামান্য ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। এরপর রাত ১০টায় ছাত্রলীগের কর্মীরা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মেইন গেটে এবং শিবিরের কর্মীরা শাল বাগান পেট্রোল পাম্পের কাছে অবস্থান নেয়। এরপর একপর্যায়ে শুরু হয় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় উভয় সংগঠনের অন্তত ১০ জন আহত হয়। এর মধ্যে ইলেক্ট্রনিক বিভাগের ৬ষ্ঠ পর্বের ছাত্র সাগরের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।